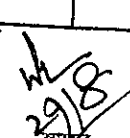


সাপাহারে প্রাথমিক বৃত্তির ফল জালিয়াতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নওগাঁ, ২৬ এপ্রিল। সাপাহার উপজেলায় ২০১৬ সালের পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার ফল জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়েরসহ কয়েকটি দফতরে অনুলিপি দিয়েছেন অভিভাবকরা। ইউএনওর কাছে দেয়া অভিযোগপত্রে বৃত্তির ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন জানানো হয়েছে। জানা গেছে, ১১ এপ্রিল ২০১৬ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। সাপাহার উপজেলায় যারা বৃত্তি পেয়েছে, তাদের মধ্যে নেই উপজেলার সেরা দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ সাপাহার মডেল সরকারী প্রাথমিক ও অপরটি জয়পুর রাজ্যধর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীরা। একইভাবে বৃত্তি পেয়েছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পেছনের সারির শিক্ষার্থীরা। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্র জানায়, এবার এই উপজেলায় ৩২ জন ট্যালেন্টপুলে ও ৩৯ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। মডেল ও রাজ্যধর স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকগণ বলেন, বিগত বছরে এ দুটি স্কুলের প্রথম সারির সেরা শিক্ষার্থীরা বেশি সংখ্যক বৃত্তি পেত। অথচ এবার এ দুটি স্কুল থেকে প্রথম সারির অধিকাংশ শিক্ষার্থীই বৃত্তি পায়নি। কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, কারসাজি হয়েছে খাতায়। সেখানে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর কমবেশি দেখিয়ে ফলাফল তৈরি করা হয়েছে। দুর্বল শিক্ষার্থীদের বেশি নম্বর দেখিয়ে বৃত্তির ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও নম্বর ফর্দ তৈরির সময় কম্পিউটারে কারসাজি বা নম্বর টেম্পারিং ও হতে পারে বলেও অভিযোগ করেন অভিভাবকরা। অভিভাবকরা বিষয়টি সূত্র তদন্ত না হলে আইনের আশ্রয় নেবেন বলেও জানিয়েছেন। এদিকে মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫ ও রাজ্যধর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২ শিক্ষার্থীর রোল নম্বর উল্লেখ করে তাদের অভিভাবকরা খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য বুধবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

ব্যান্বেইস	
পরিচালকের কার্যালয়	
প্রাপ্তি নং.....	
তারিখ.....	
চীফ, পরিচালনা বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	
 ২৭/৪ রাহুল	